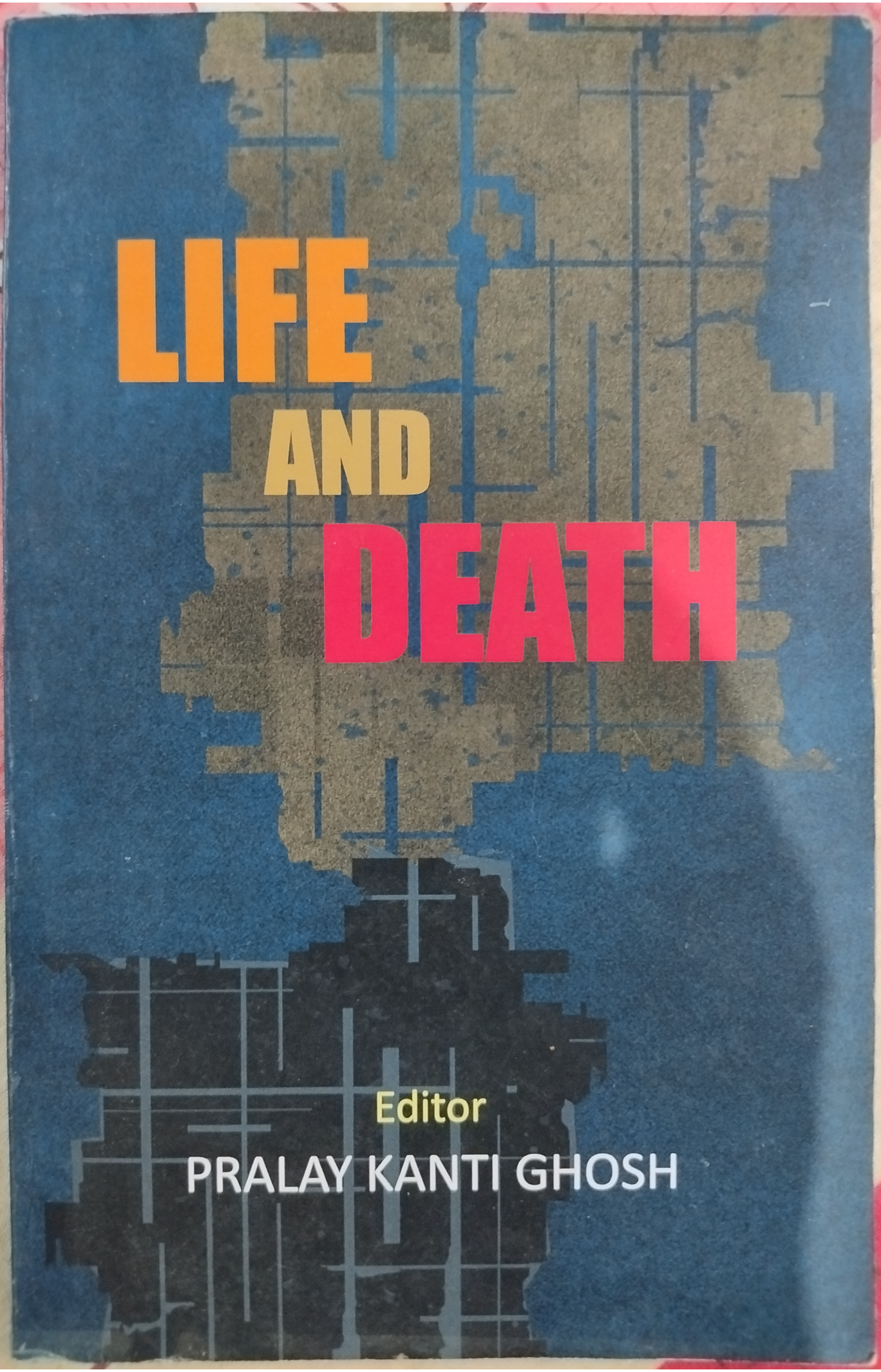
LIFE
AND
DEATH
Editor
PRALAY KANTI GHOSH

LIFE AND DEATH, Ethical Issues Concerning Life and Death, Edited by Dr. Pralay Kanti Ghosh, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700009, August : 2018
₹ 200.00

© Samsi College Maldaha

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

First Published
August, 2018

Publisher
Debasis Bhattacharjee
Bangiya Sahitya Samsad
6/2, Ramanath Majumder Street
Kolkata : 700009

Cover Artist
Atanu Ganguly

DTP
Chhaya Graphic
Kolkata : 700054

Printing
Star Line
Kolkata : 700006

ISBN : 978-93-86508-71-3

Price Rs. : Two Hundred

রবীন্দ্র ছোটগল্প : মৃত্যু ভাবনা

রোকেয়া পারভীন

আদিম মানুষ এক সময় প্রকৃতি, হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে বহু লড়াই করে যেন মৃত্যুকে জয় করেছিল। কিন্তু বর্তমান মানুষ সেই মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে যে কোনো সমস্যার সমাদান করতে চায়। মৃত্যুভাবনা কি সত্যিই পৃথিবীতে বড় সমাধানের রাস্তা? না, এটা সমাধান নয়, বরং লড়াই না করে হেরে যাওয়ার মানসিকতা প্রকাশ পায়। বর্তমানে গভীরতর অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুভাবনা। আবার শুধু কায়িক মৃত্যু নয়, আত্মিক মৃত্যু ঘটে অনেক মানুষের। এটি আরও বেশি বেদনাদায়ক। বাতব জীবনের দর্পণ যেহেতু সাহিত্য, তাই মৃত্যু চেতনার প্রভাব থেকে সাহিত্যও মুক্ত হতে পারেনি। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য লেখকদের লেখায় কোনো না কোনোভাবে এই ভাবনা উঠে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটকে বিভিন্ন বিষয় জায়গা করেছে কখনো প্রকৃতি চেতনা, কখনো রোমান্টিকতা, কখনো অতি প্রাকৃত ইত্যাদি। ঠিক একইভাবে তাঁর লেখায় জায়গা করেছে মৃত্যুচেতনা। পত্মাপাড়ে জমিদারি দেখাশোনা করতে গিয়ে গ্রামবাংলার চলচ্চিত্র রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোট গল্পের বীজ হয়েছে। তাঁর গল্পে লক্ষ করা যায় চরিত্রের ক্রমবিকাশ। আর ক্রমবিকাশতার ফলে গল্পের চরিত্রের মধ্যে অনেক সময় মৃত্যুভাবনা চলে আসে। যেমন, ছুটি, দেনাপাওনা, শাস্তি, পোস্টমাস্টার, দিদি ইত্যাদি।

'ছুটি' গল্পে পিতৃহীন ফটিক তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে গ্রাম থেকে মামা বিশ্বম্ভরবাবুর বাড়ি শহরে যায়। শহরে এসে ফটিকের অবস্থা —

"ঘরের মদ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেওয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাদের সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।"

প্রকৃতি থেকে, মায়ের স্নেহ থেকে দূরে এসে 'লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের' অন্তরে কেবলই আলোড়িত হত "গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক 'মা মা' ক্রন্দন।" ফটিক এক সময় অসুস্থ হয়ে যায়। খবর পেয়ে 'ফটিকের মাতা ঝড়ের 'মতো' ঘরের ঢুকে শোক করতে থাকে। একেবারে গল্পের সেষে মায়র আহ্বানে ফটিক বলছে, "মা, এখন আমার ছুটি হযেছে মা, এখন বাড়ি যাচ্ছি।" 'ছুটি' গল্পে ছুটির অর্থ যেন মুক্তি, এই মুক্তি প্রকৃতি থেকে, গ্রামীণ জীবন থেকে, জীবন থেকে, মায়ের স্নেহ থেকে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের পরবর্তী গল্প 'সুভা'। 'সুভা' গল্পেও প্রায় একই ছাঁদ, তবে একটু অন্যরকমভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'মেয়েটির নাম যখন সুভাষিনী রাখা হইয়াছিল তখন কে